কৃপার উদয় হওয়া অসম্ভব। অতএব করিতে, না করিতে, অন্যথা করিতে—সমর্থ ভগবান সর্ব্বদা পরমাত্মারূপে হৃদয়ে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ভগবদ্‌বহির্মুখ জনসমূহের সংসার-সন্তাপ নিবৃত্তি হইতেছে না। যদি সাংসারিক লোকের সাংসারিক দুঃখে লিপ্ত হইতেন, তাহা হইলে কৃপাস্বভাব শ্রীভগবান অবশ্যই তাহাদিগের দুঃখ-নিবৃত্তি করিতেন। অতএব শ্রীভগবৎকৃপা ভগবদ্‌-উন্মুখতার প্রতি প্রাথমিক কারণ হইতে পারে না। তাহা হইলে সাধু-কৃপাই ভগবদ্ উন্মুখতার প্রতি প্রাথমিক কারণরূপে নির্দ্দেশ করিতেই হইবে। ইহাতেও একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে—যে সকল সাধুর কৃপায় ভগবদ্‌বহির্মুখ জীবের ভগবানে উন্মুখতা ঘটে, সেইসকল সাধুর হৃদয়ে অনবরতঃ অখণ্ড আনন্দমূর্ত্তি শ্রীভগবান নিত্য বিদ্যমান থাকায় তাঁহাদের হৃদয়েও সংসার-দুঃখের স্পর্শ হইতে পারে না। অর্থাৎ জড়ীয়বস্তুর সহিত রচিত মানসসম্বন্ধজনিত যে সুখ-দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা যাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দময় শ্রীভগবানের চরণের নখচন্দ্রিকার কিরণে সকল সন্তাপ বিদূরিত হইয়াছে বা হইতেছে, তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে কিরূপে সমর্থ হইতে পারে? চন্দ্রের উদয় হইলে যেমন সূর্য্যসন্তাপ লাগে না, তেমনই যাহাদের হৃদয়গগন অনবরতঃ শ্রীহরিচরণ-নখ-জ্যোৎস্নায় সুশীতল, তাহাদের হৃদয়ে কেমন করিয়া সংসার-সন্তাপ উপস্থিত হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্যই যদ্যপি তাহাদের হৃদয়ে সাংসারিক-দুঃখ প্রবেশ করিতে পারে না, তথাপি যাহারা নিদ্রা হইতে জাগিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে স্বপ্ন অবস্থায় সে সকল দুঃখ অনুভব করিতেছিল, সেইসকল দুঃখের কথা যেমন স্মরণ রয়, তেমনি যাঁহারা একদিন এক সংসার-দুঃখ ভোগ করিয়া মহতের কৃপায় ভগবদনুভবানন্দে অনবরতঃ মাতিয়া আছেন, তাহাদের হৃদয়েও বিগত সাংসারিক দুঃখের কথা কখনও কখনও উদয় হইয়া থাকে। তাহাতে সেইসকল বহির্মুখ জীবের সাংসারিক দুঃখেও কৃপা হইয়া থাকে।

যেমন নলকুবর, মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের করুণার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৯ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছেন। মহাপুরুষগণের কৃপার প্রতি সংসারিক দুঃখের হেতুত্ব নাই—একথা যদ্যপি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছেন, তথাপি যেমন কোনও ব্যক্তি তরঙ্গবতী নদীতে পড়িয়া অনেক হাবানী-চুবানী খাইয়া পরে কুল পাইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিলেও তৎপরে কোন একটি ব্যক্তিকে সেই নদীতে পড়িয়া হাবানী-চুবানী খাইতে দেখিয়া নিজের দুঃখের কথা মনে পড়িয়া তাহাকে তুলিয়া লইবার জন্য মনে করুণার উদয় হয় এবং তুলিয়া কুল পাওয়াইয়া দেয়।